তারিখ 14 JUL 1996
পৃষ্ঠা 2 কলাম

আজকের কাগজ

আত্মীকরণবিধি প্রসঙ্গে শিক্ষক পরিষদের বক্তব্য

বাংলাদেশ সরকারি কলেজ শিক্ষক পরিষদ

সম্প্রতি দেশের বৃহত্তম ক্যাডার শিক্ষা ক্যাডারের বিরাজমান অসন্তোষ ও উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ সরকারি কলেজ শিক্ষক পরিষদ গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। আত্মীকরণবিধি ১৯৮১ ও ১৯৮৫ প্রসঙ্গে কয়েকটি শিক্ষক সংগঠন সাধারণ শিক্ষকদের মধ্যে যে বিভ্রান্তি ও অসত্য তথ্য উপস্থাপন করে আন্তঃক্যাডারে বিভেদ ও বিশৃংখলার সৃষ্টি করছে সেই প্রসঙ্গে গত ১২ জুলাই ঢাকাস্থ পরিষদের এক জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নেতারা কতিপয় সংগঠনের হটকারীতামূলক কর্মসূচি ও উস্কানিমূলক বক্তব্যের নিন্দা করেন। মাননীয় সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে যারা 'ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষক স্বার্থ সংরক্ষণ কমিটির' মাধ্যমে সরকারি কলেজ শিক্ষকদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে নতুন গণতান্ত্রিক সরকারকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলার অবস্থান নিয়েছেন, তা শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়নকে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। বিজ্ঞ আদালতের রায় মোতাবেক ১৯৮৫ সালে আত্মীকরণ বিধিমালায় অধিকাংশের প্রাপ্ত পদোন্নতি বাতিল হয়ে যাবে। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের পরিচালক, শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানরা এবং বড়ো বড়ো কলেজের অধ্যাপকরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, আট হাজার শিক্ষক কর্মকর্তা বিপর্যস্ত হবেন। এই প্রচারণা সত্য নয়। এই ধরনের উদ্দেশ্যমূলক ও উস্কানিমূলক কর্মকাণ্ডে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্যে পরিষদ নেতারা শিক্ষকদের প্রতি আহবান জানাচ্ছে।

উল্লেখ্য, ১৯৮২ সালে প্রণীত মাধ্যমিক শিক্ষক আত্মীকরণ বিধিমালায় জাতীয়কৃত স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও সহকারি প্রধান শিক্ষকদের আত্মীকরণের পূর্বপদ বা অনুরূপ পদে আত্মীকরণ করার অনুসৃত বিধানে যেহেতু বিপর্যয় ঘটেনি, সেহেতু জাতীয়কৃত কলেজের ক্ষেত্রে বিপর্যয় নেমে আসবে কেনো? স্কুল ও কলেজ আত্মীকরণ বিধিমালার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা তাই যৌক্তিক ও ন্যায়ানুগ। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক আলী আকবর খান। অধ্যাপক মফিজুর রহমান, অধ্যাপক শাহজাহান মিয়া, অধ্যাপক মতিউর রহমান, অধ্যাপিকা শনবম সুলতানা প্রমুখ নেতারা বক্তব্য রাখেন। খবর বিজ্ঞপ্তি।